গাইড ১০

যীশু কত শীঘ্র আগমন করবেন ?

আমাদের অধিকাংশের মনে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সাধারণ প্রবৃত্তি রয়েছে । দিগন্তের ওপারের সংবাদ আমরা অবগত হতে চাই।

কিন্তু সঠিক ভবিষ্যৎবানী মারাত্মক ছলনাময় প্রতিভাত হয় ।

আগামী কালের আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ।

একজন আছেন, যাঁর ভবিষ্যৎবানী যথার্থই নিখুঁতভাবে সফল হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট , তাঁর বাক্যের মাধ্যমে , আমাদের ভবিষ্যত নিহয়ে যেতে সক্ষম । তিনি বিশ্বাসযোগ্য পথনির্দেশক। এই গাইডে আমরা দৃষ্টিপাত করব তাঁর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন । সর্বোপরি , যিনি আদিতে জগৎকে সৃষ্টি করেছিলেন , জগতের পরিণতি সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশি জ্ঞান আর কার আছে ?

১।

যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের তাঁর দ্বিতীয় আগমনের নিশ্চয়তা দিলেন , শিষ্যগণ তাঁকে কি প্রশ্ন করেছিলেন (মথি ২৩ : ৩৯) ?

‘‘আমাদিগকে বলুন দেখি, এই সকল ঘটনা কখন হইবে ? আর আপনার আগমনের এবং যুগান্তের চিহ্ন কি ?’’ - মথি ২৪ : ৩

যীশু সুস্পষ্ট এবং সদর্থক উত্তর দিয়েছেন । মথি ২৪ এবং লুক ২১ অধ্যায়ে তিনি স্বয়ং কিছু ‘‘ চিহ্ন ’’ বা প্রমাণ দিয়েছেন , যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি তাঁর আগমন সন্নিকট । অপরাপর বাইবেলের ভাববানী থেকেও আমরা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময়কার জাগতিক অবস্থার চিত্রটা দেখতে পাই । আমাদের চোখের সামনে এই ভবিষ্যৎবাণীগুলি সার্থক হতে দেখে আমরা জানতে পারি খ্রীষ্টের আগমনের আর দেরী নাই ।

১ আসুন , স্বর্গীয় রাজপথের শাস্ত্রীয় ভাববাণীর দশটি পথনির্দেশকার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক ।

পথনির্দেশিকা ১ - যন্ত্রনা ! সন্ত্রাস ! বিভ্রান্তি !

প্রায় উনিশশো বছর পূর্বে যীশু সমকালীন জীবনের যে বিবরণ দিয়েছিলেন তা যেন আজকের তাজা সান্ধ্য খবর : বর্তমান জগতের অবস্থার এমন নিখুঁত বিবরণ আর কোথাও খুঁজে পাবেন না : ''সন্ত্রাসে মানুষের প্রাণ উড়ে যাবে। '' ধ্বংসাত্নক মজুত অস্ত্রসম্ভার পৃথিবীর বিনাশের পক্ষে যথেষ্ট ।

সন্ত্রাসবাদীরা যে আণবিক অস্ত্র প্রচুর পরিমাণে মজুত রেখেছে , তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই ।

যীশু বিধ্বংসী যুগের জন্য প্রদান করছেন প্রত্যাশার নিগ্যঢ় তত্ত্ব । বর্তমান জাগতিক সংকট '' সন্ত্রাস ও বিপর্যয় ''

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের নিকটবর্তিতার সপ্রমাণ। এখন মানুষ নিরাশায় দুঃখপ্রকাশ করে বলে, ''দেখ, জগতের কি দূরবস্থা ''।

কিন্তু বাইবেলের ভাববানী অধ্যয়নকারীরা প্রত্যাশাময় কণ্ঠে ঘোষনা করতে পারেন , '' দেখ জগতে কে প্রত্যাগমন করছেন ''।

পথনির্দেশিকা ২ - জগতিক বিপর্যয়

প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিভাবে শেষকালীন ঘটনাবলির নির্দেশক ?

মুহুর্তের জন্য দুর্ভিক্ষের কথা চিন্তা করে দেখুন । বুবুক্ষ উপবসী শিশুর কঙ্কালসার চিত্র সংবাদপত্রের দৈনন্দিন শিরোনাম ।

যেখানকার মানুষ চাঁদে যাচ্ছে, সেই জগতের মানুষ দুবেলা দু মুঠো খেতে পায় না , এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে.? যীশু জানতেন এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিষয়, তিনি জ্ঞাত ছিলেন শেষকালীন স্বার্থপর মানুষের দুরর্ভিসন্ধি ও লালসার বিবরণ ।

খ্রীষ্টীয় যুগের প্রত্যেক শতাব্দীতে ভূকম্পের বাড়বাড়ান্ত হয়েছে । পঞ্জিকা অনুসারে ১৮শ শতাব্দীতে ৬টি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে হয়েছে ৭টি , ২০শ শতাব্দীতে ভয়াবহ ভূমিকম্পের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে গেছে । অতপর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অসংখ্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ করছি ।

এই চিত্র যীশুর ভবিষ্যৎবাণীর স্বপক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ । দুর্ভিক্ষ ও ভুমিকম্পের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারন করেছে অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট । আমাদের ২১শ শতাব্দীতে আর ও ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সংখ্যা বাড়বে না কি রাজাদের রাজা যীশুরাজের আগমন ঘটবে ?

পথনির্দেশিকা ৩ - ধনসঞ্চয়ের বৃদ্ধি

কিছু কিছু লোকের হাতে ধনসম্পদ চলে গিয়ে অসংখ্য মানুষ দারিদ্রের প্রকোপে পড়ার অর্থ কি ?

‘‘ তোমরা শেষকালে ধনসঞ্চয় করিয়াছ ’’ - যকোব ৫ : ৩

অর্থনৈতিক অন্তদৃষ্টি এড়িয়ে ধনী ক্রমশ ধনী হচ্ছে। এবং দরিদ্ররা ক্রমশই হতদরিদ্রে পরিণত হচ্ছে । লক্ষকোটি ডলার সঞ্চয়কারীর আধিক্য প্রমাণ দেয় যে প্রভুর আগমন সন্নিকট (৮ পদ)

পথনির্দেশিকা ৪ - সামাজিক বিক্ষোভ

অতিনাটকীয়ভাবে কর্মচারীদের মধ্যে এমন অসন্তোষ এবং বিক্ষোভের মাত্রা বেড়ে উঠল কেন ?

সমাজের নৈতিক অধ:পতনের কারণ কি ?

সত্যি এমন অর্বথ্য ভবিষ্যতবাণী কল্পনাতীত ।

পথনির্দেশিকা ৬ - ভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বক্তার প্রাদুর্ভাব

আমরা জ্যোতিষ তান্ত্রিকদের প্রতি মানুষের প্রবল আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করছি কেন ?

এই পদ থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, শেষকালে সর্বপ্রকার অলৌকিকতা এবং চিহ্ন কার্যের প্রাদুর্ভাব হবে মেকি ভবিষ্যদ্বক্তার মাধ্যমে । তান্ত্রিক জ্যোতিষীরা আলাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন । নব্য মন্ত্রবেত্তারা সর্বত্র পাথর পলা বিক্রি করে ভূত তাড়িয়ে বেড়ানোর এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন করার ছলনা করে বেড়াবে । নকল ভাঁওতাবাজিতে সমাজ পরিপূর্ণ হবে । এই সকল ভোজবাজি দেখেই যীশুর ভবিষ্যৎবাণী পরিস্কার উপলব্ধি করা যাবে যে, মনুষ্য পুত্রের আগমন সন্নিকট (২৭ পদ)

পথনির্দেশিকা ৭ - জগতিক জাগরণ

আফ্রিকা , মধ্যপ্রাচ্য ,পূর্ব ইউরোপ , এবং সূদুর প্রাচ্যের জাতি সমূহের বিশ্ব চেতনায় জাগরনের তাৎপর্য কি ?

আমরা আজ জগতের সর্বত্র জাররণের জোয়ার প্রত্যক্ষ করে বলতে পারি যে, ‘‘সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট ’’ ।

পথনির্দেশিকা ৮ - শান্তি পরিকল্পনা এবং যুদ্ধবিগ্রহের প্রস্তুতি

আমরা এক আজব জগতে বসবাস করছি । সকলেই শান্তির আন্বেষী । আমরা শান্তি প্রস্তাব করি এবং প্রকাশ্যে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হই। কয়েক শতাব্দী পূর্বে ভাববাদী মীখা এবং যোয়েল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, অন্তিমকালে জাতিগণ শান্তি প্রতিষ্ঠার বাসনা করবে (মীখা ৪ : ১ - ৩) কিন্তু প্রতিবেশী দেশের প্রতি অবিশ্বাস প্রযুক্ত তারা যুদ্ধের জন্যেও প্রস্তত থাকবে (যোয়েল ৩: ৯ - ১৩)।

বহুপূর্বে আমাদের যুদ্ধ ও শান্তির সংকট সম্পর্কে বাইবেল স্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করেছে । বাইবেল পরিস্কার জানিয়েছে যে, চিরস্থায়ী শান্তির রাজত্বকাল স্থাপিত হবে কেবল খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পর ।

পথনির্দেশিকা ৯ - আধুনিক প্রগতি

মানব ইতিহাসের এতগুলি শতাব্দির পরে কেন পরিবহন ব্যবস্থা এবং সংযোগ ব্যবস্থা জগৎকে এত কাছাকাছি নিয়ে এসেছে .?

‘‘শেষকালে অনেকে ইতস্তত : ধাবমান হইবে, এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে ’’
- দানিয়েল ১২ : ৪

দানিয়েল এখানে তাঁর ভাববাণীতে উল্লেখ করেছেন , ‘‘শেষকালে ’’ কিম্বা শেষ পর্যন্ত ‘‘জ্ঞানের সম্প্রসার ঘটবে । এই ভবিষ্যৎবাণী আমাদের কম্পিইউটার প্রযুক্তির উন্নয়নের ও নির্দেশক । বিগত কয়েক বৎসরে সর্বপ্রকার জ্ঞান তড়িদ্বেগে প্রসারিত হয়েছে । জ্ঞানের অন্বেষণে অনেকে ইতস্তত ধাবমান হবে ।’’ ১৮৫০ সালের পূর্বে মানুষ ঘোড়ায় চড়ে বা ছ্যাকরা গাড়িতে চড়ে গমনাগমন করত । এখন শূন্যে বিমান যাত্রা শুরু করায় আর আমাদের অনুন্নত যানের কাঁচ ক্যাঁচানি শুনতে হয় না । পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি এবং নানাবিধ আবিস্কারের প্লাবণ আর একটি অন্যতম প্রমাণ যে ‘‘ শেষকাল সন্নিকট ’’

সমুদয় জগতে সুসমাচার প্রচার

যীশু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, তাঁর আগমনের পূর্বে সমগ্র জগতে সুসমাচার প্রচারিত হবে :

‘‘আর সর্ব জাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে ; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে ’’।
- মথি ২৪ : ১৪

কয়েক দশক ধরে জগতের প্রায় অর্ধাংশ সুসমাচার থেকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল অত:পর হঠাৎ রাতারাতি পূর্ব ইউরোপ সাম্যবাদের লৌহ প্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে আসে । বার্লিনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয় এবং শক্তিশালী সোভিয়েত সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো হয়ে যায় এবং সুসমাচারের প্রতি তাদের বাহু প্রসারিত করে দেয় ।

২।

দ্বিতীয় আগমনের পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি বর্ণনা করে যীশু অবশেষে জ্ঞাপন করেছেন ।

উপসংহারটি সুস্পষ্ট - এই ভাববাণীর পথনির্দেশিকা অনুসারে, এই কালের লোকেরা যীশুর দ্বিতীয় আগমন স্বচক্ষে দেখবেড। পাপ এবং যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে তাঁর অনন্তকাল স্থায়ী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আর দেরি নাই । যীশু সাবধানবানী উচ্চারন করেছেন , ‘‘ কিন্তু সেই দিনের ও সেই দন্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না ’’ (৩৬ পদ)

তিনি আরো বলেছেন : খ্রীষ্টই জগতের শেষ এবং একমাত্র প্রত্যাশা তিনিই এর বিধ্বংসী পাপের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম । যীশু মন্দতার প্রভাবকে পরাজিত করে , যারা তাঁর পরিত্রাণকে গ্রহণ করেন তাদের উদ্ধারকল্পে কালভেরীতে মৃত্যবরণ করেছেন ।

৩।

আমাদের ত্রাণকর্তা নিজের মাংস রক্ত উৎসর্গ করে বিনষ্ট জগতের উদ্ধারের পথ রচনা করেছেন । এবং একদিন পাপকে বিনাশ করে যীশু আর্ত আ পীড়িতদের সুস্থ করতেন, সেই যীশুই এখন ও আমাদের জীবন থেকে পাপ ও যন্ত্রণা মুছে দিতে আহ্বান করছেন । উদ্বেগ , যাতনা এবং ধ্বংসাত্মক আচরণ থেকে উদ্ধার পেতে আপনাকে প্রভুর দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না । যীশু এই মুহূর্তেই তাঁর শান্তি আপনাকে প্রদান করার জন্য ব্যগ্র আছেন ।

এক ধর্মসভায় জনৈক ভদ্রমহিলা অদ্ভুত ভাবে সুসমাচারের শিক্ষায় প্রভাবিত হন । যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সংবাদে তার চেতনা জাগ্রত হয় । তিনি ভাবতে থাকেন , এতদিন তিনি ভুল জায়গায় সুখ , শান্তি ও ভালোবাসা খুঁজে বেড়িয়েছেন । যীশুই তার আকাঙ্খার একমাত্র সমাধান ।

পরের দিন প্রচারক যখন তার সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে পরিদর্শনে যান, সেই মহিলা তার তিক্ত এবং ভগ্ন জীবনের কাহিনী সবিস্তারে ব্যক্ত করেন। তিনি আকণ্ঠ মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন , লালসা চরিতার্থ করতে তাকে দেহ পসারিণী বা গণিকা বৃত্তি অবলম্বন করতে হয় । তার সংকটের কথা ব্যক্ত করার পর তিনি দুঃখে ভেঙে পড়েন , ‘‘ আপনার গত রাত্রের সুসমাচার আমার অন্তরের কথা বলেছে । ’’

কিন্ত যেই কণ্ঠস্বর তার হৃদয় পৌছেছিল, সেই কণ্ঠস্বর ছিল স্বয়ং ঈশ্বরের । এবং তিনি কোমল স্তরে তাঁর অন্তরের কথা বলেছিলেন । সুতরাং মহিলাটি তার সমূহ কু স্বভাব পরিত্যগ করে প্রকৃত পথে অভিযান শুরু করলেন । তিনি যীশুকে তার প্রভু ও ত্রাণকর্তারূপে অন্তরে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর আসন্ন আগমনের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন ।

এখন যীশুর সঙ্গে কথোপকথনে তার সময় কেটে যায় । কোন মানসিক চাপ বা আশংকা তাকে কাবু করতে পারে না । মদের নেশা তাকে আর হাতছানি দেয় না । তার জীবনকে নষ্ট করে দেওয়া সমুদয় কুপ্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যান প্রভুর পরম করুণায় ।

মহিলাটি অনেক কিছু করেছেন যা মুখে বলার নয় । কিন্ত যীশুর ক্ষমা ও অনুগ্রহ তার লজ্জা নিবরণ করেছে । ক্রুশের উপরে পরিবর্তিত দস্যুটির অভিজ্ঞতা তাকে সান্তনা দেয় । মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে পাশের নির্দোষ যন্ত্রণাভোগী ত্রাণকর্তাকে সেই দস্যু মিনতি করেছিল ।

যীশু তৎক্ষণাৎ দস্যুকে নিজের কাছে স্বর্গে স্থান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (৪৩ পদ) । যে যীশুকে মুমুর্ষু তস্করকে করুণাবশত ক্ষমা করে দিয়েছিলেন , সেই যীশুই আপনাকে এখন মুক্তি , সম্পূর্ণ ক্ষমা এবং প্রশান্তি দিতে ইচ্ছুক । এই সত্য আপনি আজই আবিস্কার করুন ।

আপনি ও মুমুর্ষু দস্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থণা করতে পারেন : ‘‘যীশু , আপনি যখন আপনার রাজ্যে আসবেন , তখন আমাকে স্মরণ করবেন ’’ । এবং যীশু উত্তর দেবেন , ‘‘ আমি আবার আসব, এবং তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে বসবাস করবে’’।